করোনায় দেশে রেকর্ড ৭৪ জনের মৃত্যু

করোনায় আক্রান্ত হয়ে দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৭৪ জন মারা গেছেন। এনিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯ হাজার ৫২১ জন। চব্বিশ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮৫৪ জন। এনিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৬ লাখ ৬৬ হাজার ১৩২ জন। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২০.৬৫ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) বিকালে করোনাভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা পেতে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) কনভেনশন সেন্টারের কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্রে তিনি এ টিকা নেন। আইসিটি বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

২৮ জানুয়ারি টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী পলক।

উল্লেখ্য, আজ থেকে সারা দেশে একযোগে দ্বিতীয় ডোজের ভ্যাকসিন প্রয়োগ শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে এই ডোজ পাবেন ৩১ হাজার ১৬০ জন। একই সঙ্গে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়ার কার্যক্রম চলবে।

করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিতে প্রথম ডোজ নেওয়া ব্যক্তিদের

এসএমএস করা হচ্ছে গতকাল থেকে। প্রথম ডোজ নেওয়া কেউ যদি এসএমএস নাও পান তিনিও টিকা নিতে পারবেন। তিনি যে তারিখে প্রথম ডোজ নিয়েছিলেন, সেই তারিখ থেকে দুই মাস পর টিকা কার্ড নিয়ে আগের কেন্দ্রে গিয়ে দ্বিতীয় ডোজ নিতে পারবেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, গত ৭ ফেব্রুয়ারি যারা টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন, তাদের ডাকা হয়েছে আজকে। এদিন দ্বিতীয় ডোজ পাবেন ৩১ হাজার ১৬০ জন। গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি উদ্বোধনী কার্যক্রমের আওতায় কয়েকজনকে টিকা দেওয়া হয়। তাদের অনেকে গত চার-পাঁচ দিনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ অন্য কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার আটটি বুথে টিকা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সাতটি বুথে দ্বিতীয় ডোজের টিকা এবং একটি বুথে প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

গত ২৭ জানুয়ারি টিকাদান কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বুধবার পর্যন্ত দেশে মোট টিকাগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫ লাখ ৬৮ হাজার ৭০৩ জন। যারা টিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ৩৪ লাখ ৫৩ হাজার ২৯১ ও নারী ২১ লাখ ১৫ হাজার ৪১২ জন। তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার উপসর্গ নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মোট ৯৩৯ জন।

দেশে প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে ৮ মার্চ। এর ১০ দিন পর প্রথম মৃত্যু হয়।

কাল থেকে খুলছে শপিংমল ও দোকানপাট

আগামীকাল শুক্রবার থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলছে শপিংমল ও দোকানপাট।

বহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগ।
এতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে শপিংমল ও দোকানপাট।

তবে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সরকার সারা দেশে এক সপ্তাহের কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে গত ৪ এপ্রিল। এরপর থেকে শপিংমল ও দোকানপাট খুলে দেওয়ার দাবিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু করেন ব্যবসায়ীরা।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে শপিংমল ও দোকাপাট খুলে দেওয়ার দাবিতে আজও রাজধানীর উত্তরায় বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন ব্যবাসায়ীরা। গতকাল বুধবার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করেন ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা জানান, করোনায় প্রথম ধাপের ‘লকডাউনে’ অর্থনৈতিকভাবে মার্কেট ও শপিংমলের ব্যবসায়ীদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। তখন ক্ষতি হয়েছে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৭৪ কোটি টাকা।

এ অবস্থায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশের সবকিছু খোলা থাকলেও মার্কেট ও শপিংমল কেন বন্ধ রাখা হয়েছে-এমন প্রশ্ন ব্যবসায়ী নেতাদের।

দুই ঈদ ও বৈশাখকে সামনে রেখে ব্যবসা বন্ধ থাকায় পথে বসার উপক্রম লাখ লাখ ব্যবসায়ী ও তাদের কর্মচারীদের।

সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার অনুমতি চেয়ে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে রোববার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ীদের চলমান বিক্ষোভের মধ্যেই আজ শপিংমল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালো সরকার।

‘লকডাউন’ বাড়বে কিনা, জানা যাবে আজ

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলমান সাতদিনের ‘লকডাউনের’ মেয়াদ আরও বাড়বে কি না, সেটি জানা যাবে আজ বৃহস্পতিবার।

গত সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার পর্যালোচনা করা হবে। দেখা যাক অবস্থা কী হয়।

তিনি আরও বলেন, দেখি আমরা সাতদিন পর কী অবস্থা হয়। বৃহস্পতিবার আমরা রিভিউ করব ইনশাআল্লাহ। মানুষকে তো কোঅপারেট করতে হবে। আপনারা তো বলছেন.সবাই যদি একটু মাস্ক পরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, তবে তো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পরিস্থিতি বর্তমানের মতো থাকলে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা- জানতে চাইলে খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘দেখি, আমরা বৃহস্পতিবার বসব।’

করোনা সংক্রমণ আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে তা নিয়ন্ত্রণে সোমবার সকাল ছয়টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য শুরু হয় লকডাউন। ৭ দিন এটি কার্যকর থাকবে।

মেহেরপুরে নতুন করে ৭ জন করোনায় আক্রান্ত

সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলায় প্রতিদিনই বাড়ছে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস রোগী। জেলায় আবারোও নতুন করে ৭ জনের করোনাভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে।
গতকাল বুধবার মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, জেলায় গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৭ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ৪ জন ও গাংনী উপজেলার ৩ জন।

এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী সংখ্যা দাঁড়াল বর্তমানে ৪৬ জন। এর মধ্যে সদর উপজেলার ৩১ জন, গাংনী উপজেলার ১৩ জন ও মুজিবনগর উপজেলার ২ জন ।
এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট প্রাপ্ত রিপোর্ট সংখ্যা ৬ হাজার ২’শ ১৪ টি। এদের মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭’শ জন এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭ জন। এ সকল রিপোর্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় ।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদর হসপিটালের নার্স আম্বিয়া খাতুন, বুড়িপোতার চাঁদ আলি, গোভিপুরের সাজেদুন্নেছা, কালি গাংনীর গার্জেল, গাংনী উপজেলা চৌগাছার নিনা (৪১), গোলাম কিবরিয়া (৪৬), রাসেল রানা (২৯) ।

জননিরাপত্তার কথা ভেবেই লকডাউন দেওয়া হয়েছে : অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, করোনা থেকে জনগণের সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখেই লকডাউন দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের মানুষের যেন ক্ষতি না হয় আমরা সব সময় সেদিকে আমরা লক্ষ রাখছি।

আজ বুধবার দুপুরে ভার্চুয়ালি অর্থনৈতিক বিষয় ও সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের যে সব কারণে লকডাউন দেওয়া হয়েছে সেটা আপনারা জানেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা দেখে ব্যবস্থা নেবেন। জনগণের সেফটি-সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টা আমার নয়, তাই সে বিষয়ে আমি কথা বলতে চাই না। দেশের মানুষের যেন ক্ষতি না হয় আমরা সব সময় সেদিকে লক্ষ রাখছি।

তিনি বলেন, করোনার প্রণোদনা প্যাকেজগুলো আমাদের মন্ত্রণালয় থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু সবগুলো প্যাকেজই প্রধানমন্ত্রীর ধারণা ও পরিকল্পনায় হয়েছে। তিনিই সেসব করে দিয়েছেন। আমরা শুধু তার হয়ে এগুলো বাস্তবায়ন করেছি বলেও জানান তিনি।

রেকর্ড শনাক্তের দিনে আরও ৬৩ প্রাণহানি

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৬৩ জন। এ সময়ে করোনা শনাক্ত হয়েছে ৭ হাজার ৬৬২ জনের; যা একদিনে সর্বোচ্চ।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনাবিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেমিকসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ক্যাটরিনা

বলিউড তারকা ক্যাটরিনা কাইফ ও তার প্রেমিক ভিকি কুশল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ক্যাটরিনা নিজেই কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, ‘আমার করোনা পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। তৎক্ষণাৎ নিজেকে সবার থেকে আলাদা করে নিয়েছি এবং বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে আছি। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী সব রকম সাবধানতা এবং নিয়ম মেনে চলছি।’

সোমবার ভিকি কুশল নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়ে বলেন, তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন।

বলিউডে গুঞ্জন, দীর্ঘদিন ধরে ভিকি কুশলের সঙ্গে প্রেম করছেন

ক্যাটরিনা।

এদিন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছেন চিত্রনায়িকা ভূমি পেড়নেকারসহ বেশ কয়েক জন তারকা।

গত ৪ এপ্রিল বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার করোনায় আক্রান্ত হন।

তিন দিন আগে আলিয়া ভাটের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। এ ছাড়া কার্তিক আরিয়ান, আমির খান, মিলিন্দ সোমান, গোবিন্দের মতো তারকারা সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

সব রেকর্ড ভেঙে ভারতে একদিনে ১ লাখ ১৫ হাজার করোনা আক্রান্ত

কোভিড ১৯-এ বিপর্যস্ত ভারত। মহামারির চলমান দ্বিতীয় ঢেউয়ে রোজ শয়ে শয়ে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে দেশটিতে। আক্রান্ত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে এক লাখ ১৫ হাজার ২৪৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান মহামারিতে দেশটিতে দৈনিক সংক্রমণের এটিই সবচেয়ে বড় পরিসংখ্যান। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে রোববার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একদিনে সর্বোচ্চ এক লাখ তিন হাজার ৮৪৪ জন আক্রান্তের খবর দেয়। বুধবারের পরিসংখ্যান সেই রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে ওয়ার্ল্ডওমিটারসের বুধবার সকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে এক লাখ ১৫ হাজারের বেশি শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ৬৩১ জন।

এ নিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল দেশটিতে করোনার মোট সংক্রমণ প্রায় এক কোটি ২৮ লাখে দাঁড়িয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন এক লাখ ৬৬ হাজার ২০৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ লাখ আট হাজার ৩২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে ২৫ কোটি ১৪ লাখ ৪০ হাজার মানুষের নমুনা পরীক্ষা করা হলো।

টাইমস অব ইন্ডিয়া বলছে, ২৪ ঘণ্টায় ৬৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা গত চার মাসে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। ৫ নভেম্বর এত বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ইতোমধ্যে প্রথম ঢেউকে ছাড়িয়ে গেছে। গত সোমবার দেশটিতে প্রথমবারের মতো দৈনিক এক লাখ সংক্রমণের খবর আসে।

এদিকে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ আগামী চার সপ্তাহে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বাসের চাকা ঘুরছে সব সিটিতে

দুদিন বন্ধ থাকার পর দেশের সব সিটি করপোরেশন এলাকায় আজ বুধবার সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। এতে করে অফিসগামীদের দুর্ভোগ কিছুটা কমেছে।

বুধবার সকালে রাজধানীর উত্তরা, মিরপুর, কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট ও শাহবাগে বেশ কয়েকটি বাস চলতে দেখা গেছে। এসব বাসে আসন ফাঁকা রেখে যাত্রীদের বসে থাকতে দেখা গেছে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এলাকায়ও আজ সকাল থেকে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। তবে দূরপাল্লার গণপরিবহন চলাচল যথারীতি বন্ধ থাকবে।

বুধবার কাকডাকা ভোর থেকেই সড়কে সরকারি ও বেসরকারি মালিকানাধীন গণপরিবহনের পাশাপাশি প্রাইভেটকার, জিপ, মাইক্রোবাস, মোটরসাইকেল, সিএনজিচালিত অটোরিকশা, হিউম্যান হলার, ভ্যানগাড়ি ও রিকশা অবাধে চলাচল করছে।

এছাড়া রাস্তাঘাটে মানুষের উপস্থিতিও গত দুদিনের তুলনায় বহুলাংশে বেড়েছে। কোথাও কোথাও যানজটও লেগে যেতে দেখা গেছে।

সরকারি-বেসরকারি অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক এবং জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে গণপরিবহণ চলাচলে আরোপিত বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করে সরকার।

গতকাল সরকারি ঘোষণায় বলা হয়, আজ সকাল ৬টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের সব সিটি করপোরেশন এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাস-মিনিবাস চলতে পারবে। তবে এসব বাস-মিনিবাসে অর্ধেক আসন ফাঁকা রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে ভাড়া নির্ধারিত হারের চেয়ে ৬০ শতাংশ বেশি কার্যকর হবে। মঙ্গলবার বিকালে নিজ বাসভবন থেকে এক অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

এর আগে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সোমবার থেকে সারা দেশে মানুষের চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার। এর আওতায় রিকশাছাড়া বাস, ট্রেন, লঞ্চসহ সব ধরনের গণপরিবহণ চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

ফলে সোমবার ও মঙ্গলবার এ দুদিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে গণপরিবহণ চলেনি। এদিকে সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিল্পকারখানা খোলা রাখার কারণে ভোগান্তিতে পড়েন সংশ্লিষ্ট যাত্রীরা। এ পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার দুপুরে চলাচলের নতুন সিদ্ধান্ত এলো।

তবে দূরপাল্লার বাস, আন্তঃনগর ট্রেন ও অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ থাকবে।

সিটি করপোরেশন এলাকায় বাস চলাচলের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও জনসাধারণের যাতায়াতে দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে গণপরিবহণ চলাচলের বিষয়টি শর্তসাপেক্ষে পুনর্বিবেচনা করে অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

এর আওতায় শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরসহ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন সড়কে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গণপরিবহণ চলাচল করতে পারবে।

প্রতিটি গণপরিবহণ ট্রিপের শুরু এবং শেষে জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। পরিবহণ শ্রমিক ও যাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরিধান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।